মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2019-21
Published on 3rd April, 2019

থ্যালাসেমিয়ার বিরুদ্ধে
থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির ও স্কুলে বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে :
৯৪৩৩০৯৮০২২, ৯৮৩০৫৬০২৯৬

April, 2019 Volume-V, Issue-II | 8 Pages, Rs. 2.00 | Regd. No-WBBEN/2015/63375

বসন্তের আনন্দ অভিবাদনে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

বসন্ত উৎসবের মঞ্চে আল মাট্টি ফেডারেশন-এর সভাপতি অরুণ হাজরা এবং সম্পাদক সোমনাথ বিশ্বাস থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের হাতে ওষুধ তুলে দিচ্ছেন। মঞ্চে রয়েছেন শান্তিলু চ্যাটার্জি এবং সঞ্চালক গৌতম সুন্দর। ছবি : সন্দিপন মিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-বসন্ত উৎসবে থ্যালাসেমিয়া রোগের বার্তা? বিষয়টি নতুন হলেও বাস্তব। প্রতি বছরের মত এবারও কাঁটাপুকুর শিশু উদ্যানে ১১ মার্চ একটি বর্ণময় 'বসন্ত সন্ধ্যা' উপহার দিল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। দোল উৎসবের প্রাক্কালে সংগঠনের সহ সভাপতি স্বামী সারদানন্দ মহারাজের ভক্তিগীতির সঙ্গে 'রাধাকৃষ্ণ'-এর অর্চনা দিয়ে 'বসন্ত উৎসব'-এর সূচনাটি ছিল বেশ প্রাণোচ্ছ্বল। উৎসব মঞ্চে আয়োজিত একগুচ্ছ অনুষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের জীবনদায়ী ওষুধ প্রদান। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য মঞ্চে সংগঠনের মূল কার্যক্রমটি নিয়ে ছোট্ট বক্তব্য রেখে

এরপর ২-এর পাতায়

মহাসমারোহে পালিত হল আন্তর্জাতিক নারীদিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি-মারণরোগ থ্যালাসেমিয়া রোগে সর্বজনীন সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েই সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের জন্ম হয়েছিল। এই সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত প্রতিটি অনুষ্ঠানই মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শুরু হয় পথ চলা। যেমন ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারীদিবসে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন উপস্থাপন করেছে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। জনসচেতনতার বীজটি এখানেও খুব যত্ন সহকারে বপন করেছে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। এই অনুষ্ঠানে আগত মহিলা অতিথিদের জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে প্যাপ স্মিয়ার টেস্ট (PAP smear test)-এর কুপন প্রদান করা হয়। কুপন সংগ্রহকারীরা ৩০ মার্চ পর্যন্ত সার্ভাইকাল ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য উপরোক্ত পরীক্ষাটি করার সুযোগ পেয়েছেন। আন্তর্জাতিক নারীদিবসে নারীদের জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষার এবং সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার

আন্তর্জাতিক নারীদিবসের অনুষ্ঠানে সাঁতারে জাতীয় চ্যাম্পিয়ান শ্রীমতী রেখা ঠাকুরকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন সভাপতি ডাঃ স্বাক্ষরমণি চ্যাটার্জি ও সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। মঞ্চে রয়েছেন সঞ্চালিকা মৌমিতা কালী। ছবি : সন্দিপন মিত্র

কাজটি যত্নসহকারে করেছে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। নারী শক্তির ক্রমশ বিকাশকে সম্মান জানিয়ে এই অনুষ্ঠানে আগত সব মহিলা অতিথিদের দুর্গারূপের অবয়ব সম্বলিত একটি রঙিন ছবি উপহার হিসেবে হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। 'নারীমঞ্চে' আয়োজন করা হয়েছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিভাময়ী নারীদের সম্বর্ধনা প্রদান করা, মহিলাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার উপর ছিল বিশেষজ্ঞের ভাষণের ব্যবস্থা, সঙ্গীত, আবৃত্তি, গীতিআলেখ্য ও শ্রুতি নাটক। সমস্ত অনুষ্ঠানটি সুচারুরূপে সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট সঞ্চালিকা মৌমিতা কালী। সব মিলিয়ে অতি অল্প সময়ে এদিন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সকল

এরপর ২-এর পাতায়

এক পলকে দেশ

মিশন শক্তি

নয়াদিল্লি-ভারতের অন্তরাকাশে যুক্ত হল 'অ্যান্টি স্যাটেলাইট মিসাইল' (মিশনশক্তি)। এর দ্বারা কৃত্রিম উপগ্রহ ধ্বংস করা যাবে। মহাকাশ যুদ্ধে মহাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল ভারত।

বাদ জোশী

নয়াদিল্লি-আদবানির পর এবার মুরলী মনোহর জোশীকে নির্বাচনে প্রার্থী করা হল না। জোশী এব্যাপারে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

কাজে অভিনন্দন

শ্রীনগর-২৬ মার্চ নিজের স্কোয়াড্রনে কাজে যোগ দিলেন বায়ুসেনার উইং কমান্ডার অভিনন্দন বর্তমান। মেডিকেল বোর্ড তাঁকে বাহিনীতে যোগ দেওয়ার ছাড়পত্র দিয়েছে।

হঠাৎ ধাক্কা

নয়াদিল্লি- শিল্প বৃদ্ধি নেমেছে ১.৭%। মূল্যবৃদ্ধি বেড়েছে ২.৫৭%। বিরোধীদের দাবি, নোটবন্দির ও জি এস টি-র জন্যই অর্থনীতির এই বেহাল অবস্থা।

নতুন লোকপাল

নয়াদিল্লি-ভারতের প্রথম লোকপাল হলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি পিনাকীচন্দ্র ঘোষ। লোকপালে চেয়ারম্যানসহ ৮ জন সদস্য থাকছেন।

প্রয়াত পর্রীকর

পানাজিম-গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী এবং দেশের প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোহর পর্রীকর (৬৩) চলে গেলেন ১৭ মার্চ রবিবার। তাঁর মৃত্যুতে দেশের শীর্ষ স্তরের সমস্ত রাজনৈতিক নেতারা শোক জ্ঞাপন করেছেন।

এক পলকে রাজ্য

রক্ত খোঁজায় অ্যাপ

নিজস্ব সংবাদদাতা-প্রয়োজনীয় গ্রুপের রক্ত কোন ব্লাড ব্যাঙ্কে পাওয়া যাবে তা জানান দিতে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর 'জীবনশক্তি' নামে মোবাইল অ্যাপ চালু করেছে।

ঠাঁই নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি-হাওড়া স্টেশনে কুড়িয়ে পাওয়া দশ বছরের শিশুকন্যাকে ফিরিয়ে দিল লিলুয়ার সরকারি হোম। কর্তৃপক্ষের যুক্তি, তার রক্তপরীক্ষায় এইচ আই ভি পজিটিভ পাওয়া গিয়েছে।

মদের বোতলেও

নিজস্ব প্রতিনিধি-সিগারেটের প্যাকেটের মত এবার মদের বোতলেও বিধিসম্মত সতর্কী করণের নির্দেশ দিল 'ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি'। এপ্রিল থেকেই এই বিধি কার্যকর হচ্ছে।

স্বাস্থ্য ইস্তাহার

নিজস্ব প্রতিনিধি- 'স্বাস্থ্য ইস্তাহার' প্রকাশ করল ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (আই এম এ)। সংগঠনের সভাপতি শান্তনু সেন জানান, দেশের মানুষ যাতে স্বাস্থ্য পরিষেবা পান সেই দাবিই করা হয়েছে ইস্তাহারে।

প্রয়াত চিন্ময় রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি-বাংলা চলচ্চিত্র ও নাট্যজগতের অর্ধশতাব্দীর বিশিষ্ট অভিনেতা চিন্ময় রায় প্রয়াত হলেন ১৭ মার্চ। মূলত কৌতুকাভিনেতা হলেও সব ধরনের চরিত্রে দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন তিনি।

নতুন আদলে পুরাতন চিকিৎসা

নিজস্ব প্রতিনিধি-চিকিৎসা পদ্ধতি সতত পরিবর্তনশীল। দেশ ও সময়ের ব্যবধানে তা ভিন্নতর হতে পারে। কোন চিকিৎসা পদ্ধতিই চিরতরের জন্য অকেজো হয়ে পড়ে না। চিকিৎসা বিজ্ঞানে বেকিং সোডাকে নিয়ে একটা ফলিত ঘটনা রয়েছে, যা দিয়ে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস রোগ নিরাময় করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। একটি মেডিকেল জার্নাল থেকে এই তথ্য পাওয়া গেছে। জর্জিয়া মেডিকেল কলেজের একদল গবেষকদের গবেষণা পত্রে বলা হয়েছে, বেকিং সোডাযুক্ত পানীয়ের মাধ্যমে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এবং অস্থি ও অস্থির প্রদাহ সংক্রান্ত রোগ নিরাময়ের চিকিৎসা চলতে পারে। গবেষকগণ এই কথাটা বললেন কেন? বেকিং সোডা মেসোথেলিয়াল কোষ, যারা প্লীহার বিভিন্ন প্রত্যঙ্গকে ঘিরে থাকে, যাতে তারা অক্রমণ্য খাদ্যের জন্য অতি

সক্রিয়তা না দেখায় এবং সংক্রমণকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে। বেকিং সোডা যুক্ত পানীয় এই জাতীয় রোগের আশঙ্কাকে উৎসমূলে রুখে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এই পানীয় যেগুলো প্রদাহ ছড়ায় সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে আর যেগুলো প্রদাহ কমায় তাদের আরো সক্রিয় করে। দেখা গেছে এই পানীয় প্লীহার, যকৃৎ এবং রক্তের উপরি ভাগের কোষের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। একই বিষয় নিয়ে আরও একটি গবেষণার কাজ হয় জর্জিয়া মেডিকেল কলেজে। সেই গবেষণালব্ধ লেখনী থেকে জানা গেছে, একগুচ্ছ অতিপরিচিত ওষুধ এই রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে প্রকৃত সাহায্য করে, যে ওষুধগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে এই রোগের চিকিৎসার জন্য আগেই গণ্য করা হয় না। এভাবে অনুল্লিখিত পুরাতন চিকিৎসা পদ্ধতিও নবরূপে আরোগ্যের স্পর্শ দিতে পারে।

এখানে - ওখানে

স্কুলে স্কুলে সচেতনতা শিবির

আনন্দনিকেতন বিদ্যামন্দিরে থ্যালাসেমিয়া শিবিরে প্রধান শিক্ষকের হাতে স্মারক তুলে দেওয়া হচ্ছে। নিজস্ব চিত্র

বৈদ্যনাথপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে থ্যালাসেমিয়া শিবিরে প্রধান শিক্ষকের হাতে স্মারক তুলে দেওয়া হচ্ছে। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি- হাওড়ার বাগনানের নবাসনে আনন্দ নিকেতন বিদ্যামন্দিরে ২৬ মার্চ অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া প্রচার শিবির। এই বিদ্যালয়েই পড়াশুনা করেছেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য এবং সদস্য কৃতান্ত মণ্ডল। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীরা। উৎসাহ নিয়ে সকলেই শুনেছেন থ্যালাসেমিয়া রোগে অবশ্য করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে সম্পাদক সঞ্জীব আচার্যের বক্তৃতা। বক্তব্যের শেষে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে কুইজে অংশগ্রহণ করেন শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীরা। কুইজ পরিচালনা করেন সংগঠনের সম্পাদক, সদস্য শরদিন্দু চ্যাটার্জি এবং তাঁদের সাহায্য করেন বিক্রমজিৎ রায় এবং তার কন্যা পুতুল জনি। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৌমেন্দ্রনাথ ঘোষ সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তাঁরা হলেন সমর দাস, প্রসেনজিৎ সাঁতরা, গৌতম মাইতি, দেবদাস হাজরা, তরাজুল ইসলাম, বিশ্বজিৎ মণ্ডল, কৃষ্ণেন্দু কোলে, অমলেন্দু পাঁজা, অশোক কুমার মুর্মু, অনির্বাণ চ্যাটার্জি এবং শ্রীমতী চিত্রলেখা সাঁতরা সহ সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সদস্যবৃন্দ।

বৈদ্যনাথপুরে সচেতনতা শিবির

একই দিনে হাওড়া জেলার বাগনানের নতিবাড়ে বৈদ্যনাথপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে সাড়ম্বরে পালিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। এই শিবিরে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের উপস্থিতিতে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে তথ্যপূর্ণ বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। বক্তব্যের শেষে থ্যালাসেমিয়ার ওপর কুইজে অংশগ্রহণ করেন শিক্ষকরা এবং ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষক সুদীপ্ত সামন্ত এবং অন্যান্য শিক্ষকরা হলেন প্রদীপ ভট্টাচার্য, গৌতম সামন্ত, পুলক দে, পুষ্পেন্দু মণ্ডল, মানস কুমার হাঁরা, সুরজিৎ মাইতি ও সাগরচন্দ্র মাইতি।

থ্যালাসেমিয়া রোধে পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি-কালিন্দী সিনিয়র সিটিজেন অ্যাসোসিয়েশন এর উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ১৮ মার্চ কালিন্দী ও যশোর রোড এলাকায় থ্যালাসেমিয়া এবং এইডস নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে একটি বিশাল র‍্যালি গোটা এলাকা পরিক্রমা করে।

ধামিসায় সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-ধামিসায় বেলতলা যুবকবৃন্দের উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ১৪ মার্চ অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। এই শিবিরে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে তথ্যপূর্ণ বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য।

তমলুকে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে কাপাসবেড়িয়া এলাকায় নবীন পল্লীশ্রী ক্লাবের উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ২২ মার্চ অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির এবং থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা। এই অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। তিনি তাঁর বক্তব্যে মারণ রোগ থ্যালাসেমিয়া রোধে স্থানীয় ক্লাব সংগঠনগুলিকে একযোগে কাজ শুরু করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি বলেন জন্মের এক বছর পর থেকে শুরু করে বিবাহের আগে মাত্র একবার থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা করিয়ে নেওয়াটা উচিত সকলের। বাহকের সঙ্গে বাহকের বিবাহ দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

এরপর থ্যালাসেমিয়ার ওপর কুইজ পরিচালনা করেন সঞ্জীব আচার্য এবং তাঁকে সাহায্য করেন সংগঠনের সদস্য বিক্রমজিৎ রায় ও তার কন্যা পুতুল জনি। এই শিবিরে নবীন পল্লীশ্রী ক্লাবের পক্ষ থেকে থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছিল, যাতে ভাল সাড়া পাওয়া গেছে। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃতান্ত মণ্ডল, শরদিন্দু চ্যাটার্জি, শিবশঙ্কর চন্দ্র এবং অন্যান্যরা।

বসন্তের আনন্দ অভিবাদনে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

প্রথম পাতার পর

'অল মাই ফ্রেন্ডস'-এর সভাপতি অরূপ হাজরা এবং সম্পাদক সোমনাথ বিশ্বাসকে ডেকে নেন। তাঁদের হাত দিয়েই থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের ওষুধ তুলে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে আরও কিছু থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের ওষুধ প্রদান করেন সংগঠনের সভাপতি ডাঃ অমরমণি চ্যাটার্জি এবং অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ডাঃ নির্মাল্য ঠাকুর। আগামীদিনে অল মাই ফ্রেন্ডস থ্যালাসেমিয়া রোগে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পাশে সবসময় থাকার অঙ্গীকার করেন। 'বসন্ত উৎসব'-এর সঞ্চালক 'গৌতম সুন্দর'-এর অনুষ্ঠান পরিচালনার মুন্সিয়ানা চোখে পড়ার মত।

প্রথমাধিক 'বসন্ত উৎসব'-এর উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করলেন সাংগীতিক শিল্পী গোষ্ঠী। উদ্বোধনী সংগীতের পর দীপ্তি আলেখ্য-র ডালি নিয়ে মঞ্চে নৃত্য পরিবেশন করলেন শিল্পী আকাঙ্খা দত্ত এবং পৌলমী দাস। তাঁদের পরিবেশিত অনুষ্ঠানটি দর্শকদের মন ছুঁয়ে যায়। বসন্ত ঋতুর বৈচিত্র্যের পরম্পরাকে সামনে রেখে নৃত্যানুষ্ঠানের পর একে একে সংগীত পরিবেশন করলেন শিল্পী অরুন্ধতী চ্যাটার্জি, সঞ্জয় চ্যাটার্জি ও দীপ্তি চন্দ্র।

সংগীতানুষ্ঠানের পর সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে বরণ করে নেওয়া হয় বরাহনগর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান জয়ন্ত রায় ও সমাজসেবী দিলীপ জয়সোয়াল এবং কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন বরো চেয়ারম্যান (এক নম্বর) সলিল চট্টোপাধ্যায়কে। যেন আবার সংগীতের পালা। এবার মঞ্চে সংগীত পরিবেশন করলেন শিল্পী রাজশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, চামেলি দত্ত, অভিষেক কুমার মিত্র এবং ডাঃ নির্মাল্য ঠাকুর। রাতের বাহার হচ্ছে বসন্তকে চিনে নেবার আসল রহস্য। সৃষ্টি সুজন-এর পরিবেশনায় বসন্ত যেন ধরা দিয়েছিল গোটা এলাকায়। সন্ধান-এর আবৃত্তিতে বসন্ত বারবার ফিরে এসেছে এই শিশুউদ্যানে।

বসন্ত উৎসব এর শেষ আকর্ষণ ছিল সুরেলা গলায় বিশিষ্ট শিল্পী শুভঙ্কর ভাস্করের গান। সংগীত শিল্পীদের সাথে বিভিন্ন যন্ত্রানুষঙ্গে ছিলেন শিল্পী সাহন রায় চৌধুরী, বাবলু রায় ও তপন বক্সী। এই অনুষ্ঠানে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কাঁটাপুকুর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। সকলকে আন্তরিক জানিয়ে বিদায়ী ভাষণ দেন সংগঠনের সভাপতি ডাঃ অমরমণি চ্যাটার্জি।

We Export
Rice, Sugar, Ginger, Jeera
Turmeric, Maize etc.

We Import
Scanner Machine, Chemical Item
LED Products etc.

Karu International
A HOUSE OF EXPORT & IMPORT
13A, Madanmohantala Street, Kolkata - 700 005
West Bengal, India
Phone : 98307 52121, 98300 52800
E-mail : karuinternational2016@gmail.com

মহাসমারোহে পালিত হল আন্তর্জাতিক নারীদিবস

প্রথম পাতার পর

সদস্যদের অক্লান্ত চেষ্টায় আন্তর্জাতিক নারীদিবসের অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল সমস্ত বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দের সজীব উপস্থাপনায়।

অনুষ্ঠান শুরু হয় 'সুরঞ্জলি' সম্প্রদায়ের উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে। উদ্বোধনী সংগীতের পরেই মঞ্চে সার্ভাইক্যাল ক্যান্সার নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ ভাষণ দেন সেরাম অ্যানালাইসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড-এর সঙ্গে যুক্ত ডাঃ তিতলী গোস্বামী। তাঁর বক্তব্য আগ্রহ নিয়ে শোনেন অনুষ্ঠানে আগত সমস্ত অতিথিবৃন্দ। এমনকি, বক্তব্যের শেষে কিছু কিছু শ্রোতার প্রশ্নেরও উত্তর দেন ডাঃ গোস্বামী। এই নারীদিবসের অনুষ্ঠানটি বিভিন্ন উপকরণে সাজানো হয়েছিল। এরপরেই মঞ্চে ডেকে নেওয়া হয় জাতীয় চ্যাম্পিয়ান সাঁতারু রেখা ঠাকুরকে। তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন সংগঠনের মহিলা সদস্যরা। এরপরেই প্রতিবন্ধী সংগঠন 'প্রাপ্তি'-র পরিচালক পাপিয়া কুণ্ডুকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এরই মাঝে বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী চামেলী দত্ত তাঁর সুরেলা কণ্ঠে সংগীত পরিবেশন করেন। সম্বর্ধনার পর্ব সাময়িকভাবে শেষ করে আবৃত্তি করতে আসেন বাচিক শিল্পী সোমা রায়। এরপরেই অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্যের মাতা গায়ত্রী আচার্য এবং চলচ্চিত্র অভিনেত্রী জয়া বড়াল-এর বিশেষ সম্বর্ধনা পর্ব। গায়ত্রী আচার্যকে সম্বর্ধনা দেন সংগঠনের সভাপতি ডাঃ অমরমণি চ্যাটার্জি এবং সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। দুজনের হাতেই সম্মাননার লিখিত স্মারক তুলে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী শম্পা রায় ও বিপাশা বিশ্বাস। যেহেতু আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসের অনুষ্ঠান সেহেতু সংগঠনের সদস্য দেবদত্ত বিশ্বাস মহিলাদের উদ্দেশ্যে যে কবিতা কবিতাটি লিখেছিলেন তা পাঠ করে শোনান সংগঠনের সদস্যা মালবিকা সাহা। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে 'জলসাঘরে'-র গীতিআলেখ্য ও 'সংলাপ' গোষ্ঠীর শ্রুতিনাটকটি শ্রোতাদের মন জয় করে নিয়েছে। আন্তর্জাতিক নারীদিবসকে সামনে রেখে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন গত কয়েকবছর ধরে অনুষ্ঠান করে আসছে। প্রতি বছর অনুষ্ঠানের আঙ্গিক পরিবর্তন করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি ডাঃ অমরমণি চ্যাটার্জি সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নিউজিল্যান্ডে সন্ত্রাসের বলি ৪৯

সন্ত্রাসবাদী হামলার পর লন্ডভন্ড অবস্থা।

ক্রাইস্টচার্চ-নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্ট চার্চের নুর আল মসজিদে শুক্রবার ১৫ মার্চ নমাজের সময় সন্ত্রাসবাদী হামলায় মারা গেলেন ৪৮ জন। গুরুতর জখম হয়েছেন ৫০ জনেরও বেশি মানুষ। জখমদের মধ্যে রয়েছেন একজন ভারতীয়। খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না আরও ৯ জন ভারতীয় ও ভারতীয় বংশোদ্ভূতের। গ্রেফতার করা হয়েছে বন্দুকবাজ সহ চারজনকে। ঘটনার পরে নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আর্ডেন বলেন, 'এটা সন্ত্রাসবাদী হামলা। আমাদের দেশের ইতিহাসে অন্যতম নারকীয়তম দিন এটি।' ভিডিয়ো থেকে প্রধান আততায়ীকে চেনা গিয়েছে। ২৮ বছর বয়সি এক শ্বেতাঙ্গ অস্ট্রেলীয় যুবক। নাম ব্রেন্টন টারান্ট। সন্ত্রাসবাদী ব্রেন্টিকে হচ্ছে বেন্টনের গুরু। জাতীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে নিউজিল্যান্ডে।

ট্রাম্পের কড়া সমালোচনা

ওয়াশিংটন-হাউস স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কড়া সমালোচনা করলেন। ন্যান্সির বক্তব্য, 'ট্রাম্প ইমপিচমেন্টেরও যোগ্য নয়। নৈতিকভাবে বৌদ্ধিক দিক থেকে এবং আয়ত্ত হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে ট্রাম্প একেবারেই অযোগ্য।'

ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে ট্রাম্প

কারাকাস-ভারত যেন ভেনেজুয়েলাকে অর্থনৈতিক সাহায্য না করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায় না সে দেশের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো দেশটিকে চালাক। ভেনেজুয়েলা থেকে ভারত প্রচুর পরিমাণে তেল আমদানি করে। ভারত তেল আমদানি না করলে দুটি দেশেরই অর্থনীতিতে চাপ বাড়বে। অন্যদিকে, মাদুরো কিছুতেই ট্রাম্পের ফাঁদে পা দিতে নারাজ।

কিশোর বাহিনী

মস্কো-আগামী বছরের মধ্যে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের 'কিশোর বাহিনী'র সদস্য সংখ্যা ১০ লাখে পৌঁছে যাবে। এই বাহিনীতে সকলকে মেশিন গান চালানো ও প্যারাশুট করে অবতরণের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মহলে পুতিন বিরোধীরা মনে করছেন, হিটলারের রাস্তা ধরেছেন পুতিন।

ঘূর্ণিঝড় অস্ট্রেলিয়ায়

সিডনি-ট্রেভরের পরে ভেরোনিকা। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় আছড়ে পড়ল এই ঘূর্ণিঝড়। দেশের মূল ভূখণ্ডে ঢুকতে দেরি করায় ক্ষয়ক্ষতি অনেক কমেছে। পোর্ট হেডল্যান্ডের কিছু অঞ্চল থেকে সরানো হয়েছে বাসিন্দাদের। ভেরোনিকার ফলে বন্যায় ভেসেছে উপকূল অঞ্চল।

তদন্ত কমিশন

ওয়াশিংটন-দুর্নীতি, বিচার কার্যে বাধাদান ও ক্ষমতার অপব্যবহারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কোন ভূমিকা রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে শুরু হচ্ছে তদন্ত। আমেরিকা জুড়ে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি হচ্ছে। তবে তাঁর ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে টুইটারে অভিযোগ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেছেন, 'আমি নির্দোষ'।

সাগরপারের টুকিটাকি

হকিংয়ের স্মৃতিতে

লন্ডন-চার্লস ডারউইন, আইজ্যাক নিউটনের পরে পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংয়ের স্মৃতিতে ৫০ পেন্সের মুদ্রা প্রকাশ করল ব্রিটেন। বিজ্ঞানী হকিংয়ের কৃষ্ণ গহ্বর গবেষণার বিষয়টিকে সামনে রেখে মুদ্রার নকশা তৈরি করেছেন ডিজাইনার এডুইনা এলিস। ব্রিটেনে হকিংকে নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে ব্যাপক চর্চা চলে। হকিং সেখানে ভগবানের মত। মুদ্রার মধ্যে খোদাই থাকছে হকিংয়ের নাম ও তাঁর বিখ্যাত সূত্র। ব্রিটেনের 'রয়্যাল মিন্ট'-এর ওয়েবসাইটে মুদ্রাগুলি ১০ পাউন্ডে কেনা যাবে।

প্রশ্নের জেরে বিব্রত কুরেশি

ইসলামাবাদ-পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে জঙ্গিগোষ্ঠী জৈশ-ই-মহম্মদের যোগাযোগ রয়েছে-এমন তথ্য সামনে এসেছে পাক বিদেশমন্ত্রী শাহ মেহমুদ কুরেশির সৌজন্যে। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি কাশ্মীরের পুলওয়ামায় সি আর পি এফ-এর কনভয়ে আত্মঘাতী জঙ্গি হামলায় ৪০ জন নিহত হয়েছিলেন। এই ঘটনার পর ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যমে কুরেশির সাক্ষাৎকারের সময় পুলওয়ামার প্রসঙ্গটি ওঠে। পাক বিদেশমন্ত্রীর জবাব, পুলওয়ামার ঘটনা জৈশ করেনি, ওদের নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল, তখন ওরা জানায়, ওই কাজ তাদের নয়। উত্তর দেওয়ার পরেই কুরেশি বুঝতে পারেন তিনি অসম্ভব একটি ভুল করে ফেলেছেন। কারণ জৈশের সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের যোগাযোগের ব্যাপারটি নিজের অজান্তেই স্বীকার করে নিয়েছেন কুরেশি। এর পরেই তিনি কার্যত বিষয়টি অস্বীকার করতে শুরু করেন। এর আগে কুরেশি জানিয়েছিলেন, জৈশ প্রধান মাসুদ আজহার পাকিস্তানে রয়েছেন। তিনি এতটাই অসুস্থ যে বাড়ির বাইরে বের হতে পারেন না। জৈশ এবং মাসুদ আজহার নিয়ে কুরেশির মন্তব্যকে ঘিরে পাকিস্তানে ব্যাপক জল ঘোলা চলছে।

আকাশপথ আটকে

লাহোর-অভ্যন্তরীণ উড়ানের জন্য নিজেদের আকাশপথ খুলে দিল পাকিস্তান। যেসব আন্তর্জাতিক বিমান পাকিস্তান থেকে উড়বে বা পাকিস্তানে আসবে, তাদের জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানের মাটি স্পর্শ করবে না যেসব উড়ান, তাদের জন্য পাকিস্তানের আকাশ ব্যবহার করতে পারবে না।

নাসার যন্ত্র

ওয়াশিংটন-নাসার সূত্র মারফৎ জানা গেছে এপ্রিলে ভারতের দ্বিতীয় চন্দ্রযানটি রওনা দেবে। নাসার নিজস্ব লেজার প্রতিফলক যন্ত্র 'লেজার রেট্রো রিফ্লেক্টর' চন্দ্রযান-২ কে নিয়ে যাবে। নিখুঁতভাবে বস্তুর দূরত্ব মাপতে এই যন্ত্রটি বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। ১১ এপ্রিলে চাঁদে নামবে ইজরায়েলের যান 'বেরেশিট'। এর মধ্যেও রয়েছে নাসার ওই যন্ত্র। প্রথম চন্দ্রযান পাঠানোর এক দশক পর ৮০০ কোটি টাকা খরচ করে দ্বিতীয় যানটি পাঠাতে চলেছে ভারত। চাঁদে এবার নামানো হবে একটি 'রোভার'। ইসরোর প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিক্রম সারাভাই-এর কথা মনে রেখে সেটির নাম রাখা হয়েছে 'বিক্রম'।

পুরো রেহাই

ওয়াশিংটন-বিশেষ আইনজীবী রবার্ট মুলারের তদন্ত রিপোর্ট বলছে, আমেরিকার ভোটে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে রুশ যোগসাজশের প্রমাণ মেলেনি। ফলে ট্রাম্পকে 'অপরাধী' বলাটা ঠিক হবে না। এই রিপোর্টে কী রয়েছে, তা নিয়ে সমাজে জল্পনা চলছে গোটা আমেরিকায়। ট্রাম্পের বক্তব্য, 'রাশিয়ার সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগই ছিল না। কোথাও কোন বাধা সৃষ্টি করাও হয়নি। দেশকে এই রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হল, এটাই লজ্জার। আমাদের ছোট করার জন্য একটা বেআইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছিল, সেটা ব্যর্থ হয়েছে।'

সেরা শিক্ষক

দুবাই-প্রত্যেক মাসে নিজের বেতনের ৮০ শতাংশ দান করে দেন কেনিয়ার রিফট ভ্যালির এক প্রত্যন্ত গ্রামের শিক্ষক পিটার টাবিচি। সেই শিক্ষকের হাতেই এবার তুলে দেওয়া হল 'গ্লোবাল টিচার প্রাইজ'। পুরস্কার মূল্য দশ লক্ষ ডলার। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনের দায়িত্বে ছিলেন হলিউড তারকা হিউ জ্যাকম্যান।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার
প্রাইভেট লিমিটেড
১৮৩০১২৩৫৫০
(০৩৩)২৫৫০৬৫৭২

ডাক্তারবাবু, শুনছেন!

ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য
MBBS, MD
ফোন নং ১৯৮৩০০৬৬৫২১

প্রায় হাসপাতালে ভর্তি হওয়া অনেক গুরুতরভাবে অসুস্থ রোগীকেই ভেন্টিলেশনে রাখতে হয়। এই ভেন্টিলেশন সম্বন্ধে বিশদভাবে জানতে চাই।

সুচরিতা আচার্য, শিলিগুড়ি

উঃ হাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন, অনেকক্ষেত্রেই রোগীর সংকটজনক অবস্থায় ভেন্টিলেশনে রাখার দরকার হয়ে পড়ে। এ সম্বন্ধে অনেকেরই কিছু কিছু ধারণা আছে।

ভেন্টিলেশন (Mechanical Ventilation) হল একরকমের ব্যবস্থা, যা স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের সাহায্যকারী বা পরিবর্ত হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যখন স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস বিভিন্ন কারণে ব্যাহত হয়, তখনই এর অবতারণা করা হয়। এরজন্য বিশেষ যন্ত্র প্রয়োজন হয়, যাকে ভেন্টিলেটর বলা হয় (Ventilator)।

কেন এর প্রয়োজন হয়? প্রধানত Acute Respiratory Failure হলেই এর প্রয়োজন হয়। এই Respiratory Failure দু'রকমের হতে পারে—(১) Hypoxemic এক্ষেত্রে আর্টারিয়াল অক্সিজেন স্যাচুরেশন ৯০ শতাংশের নীচে নেমে যায়। যেমন—হার্ট ফেলিওর, নিউমোনিয়া, সেপসিস (Sepsis), ARDS, আঘাত লাগা (Trauma), অন্য রোগের জটিলতা প্রভৃতি।

(২) Hypercarbic যেক্ষেত্রে রক্তে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা বেড়ে যায় (PCO > 50 mm Hg)—যেমন, COPP, বাড়াবাড়ি হলে, Neuromuscular Diseases এবং কোমাতে (Coma)। এইসব ক্ষেত্রে প্রধান উদ্দেশ্য হল যাতে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত পেশীগুলি অবসাদগ্রস্ত না হয়ে পড়ে এবং রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ে ও কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা কমে। কিছু ক্ষেত্রে অন্য চিকিৎসায় সহায়ক হিসেবে ভেন্টিলেশন ব্যবহৃত হয়। যেমন, বর্ধিত Interacranial Pressure -এর ক্ষেত্রে মস্তিষ্কে রক্তচাপ কমানোর জন্য। আবার Drug Overdose -এর সম্ভাবনা থাকলে বা শ্বাসনালীর এক্সোফেজিয়ার আগে অস্থিতিশীল রোগীদের ক্ষেত্রে Airway Protection -এর জন্য Endo tracheal Intubation ও Mech anical Ventilation ব্যবহার করা হয়। যাতে পাকস্থলী থেকে Lavage-এর সময় Aspiration না হয়। আবার খুব খারাপ অবস্থার রোগীদের ক্ষেত্রে, কিছু বিশেষ রোগনির্ণয় বা চিকিৎসার পদ্ধতি। যার থেকে Respiratory Faliure হতে পারে। তার আগেও ভেন্টিলেশন করা হয়।

ভেন্টিলেশন প্রধানত দুই রকমের হয় —(১) নন-ইনোভেসিভ ভেন্টিলেশন (Non-Inovasive Ventilation) (২) ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন (Invasive Ventilation)।

নন-ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন এক্ষেত্রে শক্তভাবে ফিট করা ফেস মাস্ক বা নোজাল মাস্ক ব্যবহার করা হয়। সাধারণত নিশ্বাসের সময় Positive Pressure প্রয়োগ করা হয় এবং প্রশ্বাসের সময় কম চাপ প্রয়োগ করা হয়।

কিছু ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি কার্যকরী হয়। যেমন কিছু Acute অথবা Chronic Respiratory Failure এর ক্ষেত্রে। সবচেয়ে ভালো কাজ হয় সি ও পি ডি -র খারাপ অবস্থা এবং Respiratory Acidosis-এর ক্ষেত্রে। এর সমস্যাও কম।

এর কিছু অসুবিধা আছে। যেমন-Tight-Fitting মাস্ক থেকে রোগীর শারীরিক ও মানসিক সমস্যা হতে পারে।

Acute Hypoxemic Res piratory Failure-এর ক্ষেত্রে এই প্রকার ভেন্টিলেশন খুব বেশী কার্যকরী হয় না। যে ক্ষেত্রে এই প্রকার ভেন্টিলেশন দেওয়া যাবে না (Contraindictations), সেগুলি হল—Cardiac or Respiratory Arrest, Unstable Awgina, Myocardial Infarction, মুখমণ্ডলের অপারেশন আঘাত, সাংঘাতিক এনকেফালোপ্যাথি (Severe Encephalopathy), শ্বাসনালী বেশীমাত্রায় রক্তক্ষরণ, Hemodynamic Instability, Upper Airway Obstructions, Inability to clear secreations প্রভৃতি।

ইনভেসিভ বা কনভেনশনাল মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন— এক্ষেত্রে শ্বাসনালীর মধ্যে একপ্রকার নল প্রবেশ করিয়ে তার মধ্যে দিয়ে ভেন্টিলেটর থেকে শ্বাসযন্ত্রের মধ্যে অক্সিজেনেটেড গ্যাস উচ্চচাপে চালনা করা হয়। এই টিউব প্রবেশ করানোর সময় অল্প মাত্রায় sedation দিলে সুবিধা হয়।

এক্ষেত্রে ভেন্টিলেশনের মুড বিভিন্ন প্রকার হয়। যেমন-ACMV, IMV, PSV, PCV, IRV, CPAP

ভেন্টিলেটরে রাখার পর ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করে যেতে হয় এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। প্রায়ই Sedation ও Analgesia প্রয়োজন হয়। যখন পরিস্থিতি সন্তোষজনক হয়, তখন আস্তে আস্তে ভেন্টিলেশন থেকে রোগীকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হয়।

অনেকসময় এই প্রক্রিয়ায় সময় লাগে, খুবই সহজ হয় না। সতর্কতার সঙ্গে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়। যখন দেখা যায় যে রোগী নিজে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারছে তখনই এই প্রক্রিয়া সম্ভব হয়।

যদি অনেকদিন ধরে ভেন্টিলেশন লাগে (২১ দিনের বেশি) তাহলে Tracheostomy করতে হয়। এতে অনেক সুবিধা হয়।

সম্পাদকীয়

বিপজ্জনক

একটি নাম জিনপিং। কতটা বিপজ্জনক হতে পারে জিনপিং তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিল। জৈশ-ই মহম্মদের কর্ণধার মাসুদ আজহারের নাম রাষ্ট্রপুঞ্জের আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীদের তালিকায় যুক্ত করার বিশ্বজনীন প্রয়াসটিকে ভণ্ডুল করে দিয়েছে তারা। এই নিয়ে পরপর চারবার চিন রাষ্ট্রপুঞ্জে সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। কাশ্মীরের পুলওয়ামায় সন্ত্রাসবাদী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রান্স, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশের নেতৃত্ব যখন ভারতের অবস্থানের পক্ষে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেছে, সেখানে চিনের ভূমিকা প্রমাণ করল যে, সে দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের মতে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক পদক্ষেপের পক্ষে না গিয়ে দক্ষিণ এশিয়াতে পাকিস্তানকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সঙ্গী হিসেবে কাছে রাখাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কয়েকদশক ধরে দেশের সরকার আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়াতে সন্ত্রাসবাদের বাড়-বাড়ন্ত নিয়ে যে পরিবেশ তৈরি করতে চেয়েছে, তা মোটেই কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলতঃ নয়াদিল্লির কর্তারা এখন ঘোর দুর্বিপাকের মধ্যে পড়েছেন। কারণ চিন নিয়ে আগামী বিদেশনীতি গ্রহণ করাটাও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। একদিকে ভারতের বিভিন্ন সীমান্তে চিন আগ্রাসনে উদ্যত, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের যুক্তিগ্রাহ্য অবস্থানের বিরোধিতা প্রমাণ করছে যে, চিন নীতির পরিবর্তনের সময় এসেছে। নেহেরু পরবর্তী পর্যায়ে বিদেশনীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান একমাত্র ইন্দিরা গান্ধীর সময়েই খানিকটা লাগ কাটতে পেরেছিল। এছাড়া বাকি সময়টা একটা দোলাচলের মধ্যে দিয়ে দেশ এগোচ্ছে।

ভারতের নমনীয়তার পূর্ণ সুযোগ নিচ্ছে চিন। চিন নিজের দেশে উইঘুর জনগোষ্ঠীর মানুষদের মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে। তিব্বতের ক্ষেত্রেও সেই একই রকম। বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলি এই বিষয়ে বারবার সোচ্চার হলেও ভারত এক্ষেত্রে যথেষ্ট সচেতনভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগছে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে যাতে চিড় না ধরে, তার জন্যই ভারতকে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছে। কিন্তু সবই 'কাকস্য পরিবেদনা'। চিনের বাজার থেকে ভারতীয় পণ্যকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি ভারতের বাজারে চিনের বাণিজ্যিক পণ্য রমরমা করে চলছে। ভারতের বাজারে বাণিজ্য করতে গেলে যে ভারতের নিরাপত্তার প্রতিও সহমর্মিতাশীল দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন সেটা চিনকে বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব ভারতের। পারস্পরিক স্বার্থের অনুকূল ব্যবস্থা বজায় রাখাই পূর্বশর্ত হওয়া উচিত—সর্বাগ্রে এই বার্তাটা দেওয়ার প্রয়োজন।

অভিসন্ধি

স্বামী বিবেকানন্দ

মহাপুরুষগণের মধ্যে বুদ্ধই একমাত্র বলিয়াছিলেন, আমি ঈশ্বর-সম্বন্ধে তোমার ভিন্ন ভিন্ন মত শুনিতে চাই না। সৎ হও ও সৎকার্য কর। ইহাই তোমাকে—যাহাই সত্য হউক না, তাহাতে লইয়া যাইবে। তিনি সম্পূর্ণরূপে সর্বপ্রকার অভিসন্ধিবর্জিত ছিলেন, আর কোন্ মানুষ তাঁহা অপেক্ষা অধিক কার্য করিয়াছিলেন? সমুদয় মনুষ্যজাতি কেবল একরূপ একটিমাত্র চরিত্র প্রসব করিয়াছে—এতদূর উচ্চ দর্শন, এমন সহানুভূতি—এই শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, এই সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন প্রচার করিয়াছেন, আবার অতি নিম্নতম প্রাণীর উপর পর্যন্ত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন অথচ লোকের নিকট কোন দাবি দাওয়া নাই। তিনি আদর্শ কর্মযোগী, তিনি সম্পূর্ণ অভিসন্ধিশূন্য হইয়া কার্য করিয়াছিলেন, আর মনুষ্যজাতির ইতিহাস দেখাইতেছে, যত লোক জগতে জন্মিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাঁহার সহিত আর সকলের তুলনা হয় না, তিনিই হৃদয় ও মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যভাবের উদাহরণ, আত্মশক্তির শ্রেষ্ঠতম বিকাশ। তিনিই প্রথম বলিয়াছিলেন, 'কোন প্রাচীন হস্তলিপি পুথিতে কোন বিষয় লেখা আছে বলিয়া, তোমার জাতীয় বিশ্বাস বলিয়া অথবা তোমার বাল্যাবস্থা হইতেই তুমি বিশেষ কোন বিশ্বাসে গঠিত হইয়াছ বলিয়া কোন বিষয় বিশ্বাস করিও না, কিন্তু বিচার, তার উপর বিশেষরূপ বিশ্লেষণ করিয়া যদি দেখ, সকলের পক্ষে উহা উপকারী, তবে উহাতে বিশ্বাস কর, ঐ উপদেশমত জীবন যাপন কর এবং অপরকে ঐ উপদেশানুসারে জীবন যাপনে সাহায্য কর।'

রবীন্দ্রনাথ — নিজের একনায়কত্বের প্রতি যারা লুব্ধ, নিজের চিত্ত ছাড়া অন্য সকল চিত্তকে অশিক্ষার দ্বারা আড়ষ্ট করে রাখাই তাদের অভিপ্রায় সিদ্ধির একমাত্র উপায়।

প্লেটো — জ্ঞানী মানুষরা কথা বলেন তাঁদের কিছু বলার আছে বলে। মূর্খরা কথা বলেন তাঁদের কিছু বলতে হবে বলে।

রবীন্দ্রনাথ — অহংটাই পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো চোর। সে স্বয়ং ভগবানের সামগ্রীও নিজের বলিয়া দাবি করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

মাসতামামি

১ এপ্রিল — দেশে আয়কর আইন চালু ১৮৬১।
কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তকরণ ১৯১২।
কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ চালু ১৮৫১।
ভারতীয় যাদুঘর (কলকাতায়) উদ্বোধন ১৮৭৮।

২ এপ্রিল — ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খানের জন্ম ১৯০২।
রক্ত সঞ্চালনের আবিষ্কারক উইলিয়াম হার্ভের জন্মদিন ১৫৭৮।

৩ এপ্রিল — ভারতে কম্পিউটার চালু ১৯৬৬।
ভিক্টোরিয়াকে ভারতের রাণীর আখ্যা ১৮৭৭।
রায়গড় দুর্গে ছত্রপতি শিবাজির মৃত্যু ১৬৮০।

৪ এপ্রিল — জুলফিকার আলি ভুট্টোর ফাঁসি।
ভারতের প্রথম মহাকাশচারী রাকেশ শর্মার চাঁদে অবতরণ ১৯৮৪।

৫ এপ্রিল — লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দিতে গান্ধীজি ডান্ডি পৌঁছলেন ১৯৩০।

৬ এপ্রিল — ভারতে জাপানীদের বোমাবর্ষণ ১৯৪২।

৭ এপ্রিল — পণ্ডিত রবিশঙ্করের জন্ম ১৯২০।
কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের জন্ম ১৭৭০।

৮ এপ্রিল — শহীদ মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি ১৮৫৭।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণ ১৮৯৪।
ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করলেন নেহেরু ও লিয়াকৎ ১৯৫০।

৯ এপ্রিল — পল রবসনের জন্ম ১৮৯৮।
ভারত-পাক যুদ্ধ ১৯৬৫।
সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনে আরোহণ ১৭৫৬।

১০ এপ্রিল — ভারতীয় উপগ্রহ ইনস্যাট-এর মহাশূন্যে অবতরণ ১৯৮২।

১১ এপ্রিল — সংগীতশিল্পী কুন্দন সায়গলের জন্ম ১৯০৪।
শিল্পী যামিনী রায়ের জন্ম ১৮৮৭।

১২ এপ্রিল — প্রথম নভশ্চর ইউরি গ্যাগারিনের মহাশূন্যে অবতরণ ১৯৬১।
আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ শুরু ১৮৬১।

১৩ এপ্রিল — জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ১৯১৯।

১৪ এপ্রিল — বি. আর. আম্বেদকরের জন্ম ১৮৯১।
আব্রাহাম লিঙ্কনকে হত্যা ১৮৬৫।
ওস্তাদ আলি আকবর খানের জন্ম ১৯২২।

১৫ এপ্রিল — লিওনার্দো দা ভিঞ্চির জন্ম ১৪৫২।
গুরুনানকের জন্ম ১৪৬৯।

১৬ এপ্রিল — ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস (বম্বে) থেকে থানে পর্যন্ত প্রথম ভারতীয় রেল চালু হল ১৮৫৩।
চার্লি চ্যাপলিনের জন্ম ১৮৮৯।

১৭ এপ্রিল — কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল কাস্ত্রোকে হত্যা করার চক্রান্ত ব্যর্থ ১৯৬১।
বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা এবং অস্থায়ী সরকার গঠন ১৯৭১।

১৮ এপ্রিল — চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ১৯৩০।
কাম্পুচিয়ার স্বাধীনতা ১৯৭৫।
প্রথম শিক্ষিত রাজ্য হিসেবে কেরালার আত্মপ্রকাশ ১৯৯১।

১৯ এপ্রিল — আমেরিকায় স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু ১৭৭৫।
'অগ্নি' মিসাইল-এর পরীক্ষা সফল ২০১২।
ভাস্কর চিন্তামণি কর-এর জন্ম ১৯১৫।
ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের সফল উৎক্ষেপণ ১৯৭৫।

২০ এপ্রিল — লিগ অফ নেশনস বন্ধ হল ১৯৪৬।
আমেরিকায় পারমাণবিক বোমা পরীক্ষা ১৯৫১।

২১ এপ্রিল — বাবর ও ইব্রাহিম লোদীর মধ্যে প্রথম পানিপথের যুদ্ধ শুরু ১৫২৬।
বার্লিনে প্রবেশ করল লাল ফৌজ ১৯৪৫।

২২ এপ্রিল — সিভিল সার্ভিস থেকে পদত্যাগ করলেন সুভাষ চন্দ্র বোস ১৯২১।
ভিয়েতনামে বোমা বর্ষণের প্রতিবাদ করল গোটা বিশ্ব ১৯৭২।

২৩ এপ্রিল — বিশ্ব পুস্তক দিবস এবং শেক্সপীয়ারের জন্ম ১৫৬৪।

২৪ এপ্রিল — জব চার্নক কলকাতায় এলেন ১৬৯০।
আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা ১৯১৬।

২৫ এপ্রিল — রেডিও আবিষ্কার করলেন মার্কনি ১৮৭৪।
দিল্লিতে রঙিন টিভির সম্প্রচার শুরু ১৯৮২।
আফগানিস্তানে মৌলবাদীদের হাতে শাসনভার ১৯৯২।

২৬ এপ্রিল — আফ্রিকার দুটি দেশকে তানজানিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা হল ১৯৬৪।
চেরনোবিলে পরমাণু তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে দুর্ঘটনা ১৯৮৬।

২৭ এপ্রিল — লতিকা, প্রতিভা, গীতা ও অমিয়া চার মহিলা শহীদ হলেন ১৯৪৯।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মহিলাদের শিক্ষার অধিকারকে স্বীকৃতি দিল ১৮৭৮।
বিখ্যাত ঔপন্যাসিক গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের মৃত্যু ২০১৪।

২৮ এপ্রিল — জার্মানি থেকে জাপানের পথে নেতাজী জাপানি সাবমেরিনে পা রাখেন ১৯৪৩।

২৯ এপ্রিল — তিব্বত নিয়ে ভারত ও চীনের চুক্তি ১৯৫৪।
বাংলাদেশে ঝড়ে প্রায় দেড় লাখ মানুষের মৃত্যু ১৯৯১।

৩০ এপ্রিল — আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট হলেন জর্জ ওয়াশিংটন ১৭৮৯।
কিংসফোর্ডকে বোমা মারলেন ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকি ১৯০৮।
হিটলারের আত্মহত্যা ১৯৪৫।
ভিয়েতনামের স্বাধীনতা ১৯৭৫।

যা দেখি, যা বুঝি, তাই লিখি। (প্রাণ কাঁদে)

কালিদাস চক্রবর্তী

প্রবন্ধের শিরোনামটা অদ্ভুত ঠেকছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে একপ্রকার শারীরিক প্রতিবন্ধী, আমার স্বাভাবিক শ্রবণশক্তি হারিয়েছি অন্ততঃ ১৫ বছর আগে। সুতরাং আমাকে কৃত্রিম উপায়ে অর্থাৎ Hearing-aid ব্যবহার করে কাজ চালাতে হয়। তাও ভিড়ের মধ্যে পরিষ্কার শুনতে পাই না। আর বাড়িতে অধিকাংশ সময়ই যন্ত্র ব্যবহার করি না। বাড়ির দোতলার বারান্দার নিচেই রাস্তা—বড়জোর ৮/১০ ফুট চওড়া গলি। ভোর থেকে দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত রিকশা, অটো, ঠেলাগাড়ি ছাড়াও সকল নর-নারী, ছাত্র-ছাত্রী, হরেক-রকমের জিনিসের লোক এই গলি ব্যবহার করে।

আমি প্রতিদিন বার বার এই ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে পরিচিত-অপরিচিত বহু নরনারীর যাওয়া আসা বছরের পর বছর দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। যার ফলে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হলেও অনেকের হাঁটাচলা পিছন থেকে ২০/৩০ গজ দূর থেকে দেখে বলে দিতে পারি-কে যাচ্ছে বা আসছে। প্রত্যেকের হাঁটার বৈশিষ্ট্য আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। কানে Hearing aid থাকে না বলে লোকেদের কথা বার্তা বুঝতে পারি না। অনুমান করি—তাই শিরোনামে লিখেছি—'যা বুঝি।'

প্রতিদিন সকাল বেলা কিছুক্ষণ সংবাদপত্র পড়ার পরে ৭.৩০ মি থেকে ৭.৪৫ মিনিটের মধ্যে বাজারে যাই। আমার কাজ হল ফুল, ফল, মিষ্টি আনা। এছাড়া আমার পছন্দ মত কোন সবজি কিনি। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা বাজারের মধ্যে রাস্তার ধারে একটি যুবক ভিক্ষার জন্য হাত পাতে—তার দুখানা পা-ই হাঁটু থেকে বিচ্ছিন্ন। দেখে আমার খুব কষ্ট হয়। ওকে প্রতিদিন ২ টাকা বা ৫ টাকার কয়েন দিই, নমস্কার করে—আমিও প্রতি নমস্কার করি। প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও সামান্য জামা গায়ে বসে থাকে। আমার খুব কষ্ট হয়। কতদিন ভেবেছি আমার তো অনেক জামা-কাপড়, গরমের পোষাক আছে, ওকে একটা দেব। দেওয়া আর হয় না।

যদি বেঁচে থাকি, সামনের বছর ঠিক দেব। আসলে মনে হয়, ও যদি কিছু মনে করে। আমি যে ছেলেটির কাছ থেকে ফুল কিনি, সে প্রতিদিন আমার জন্য ফুল গুছিয়ে রাখে, পাছে আমাকে লাইনে দাঁড়াতে হয়। শীতকালেও শুধু একটি পুরু ফুলহাতা গেঞ্জি পরে সমানে ফুল বিক্রি করে চলেছে। একদিন একটু বেলার দিকে দ্বিতীয়বার বাজার যাওয়ার পথে ওকে একা পেলাম। বললাম, বাবা, তুমি শীতে কষ্ট পাও, আমারও কষ্ট হয়। আমার অনেক জামা আছে, পরাও হয় না। তোমাকে যদি একটা দিই, তুমি নেবে?' ও বলল, মাস্টারমশাই, আপনি ভালোবেসে দিচ্ছেন, নিশ্চয়ই নেব।

আমাদের বাজারে দুটো মিষ্টির দোকান আছে। তার মধ্যে যেটা নিকটতর, সেটা থেকেই বেশির ভাগ সময় মিষ্টি কিনি। ঐ দোকানটির যাওয়ার পথে মোড়ের কাছে একপাশে বসে থাকতে দেখি ৩৫/৩৬ বছরের এক যুবককে ও তার পাশে এক বয়স্কা মহিলাকে। ছিন্ন বসন, মলিন বদন—সামনে একটা কাগজের উপর দুটো বা তিনটে শাকের গোছা, কখনও কখনও ছোট্ট টবে ২/১ টা ফুলের চারা—কদাচিৎ বিক্রি হতে দেখি। মনে মনে ভেবে কষ্ট পাই, ওরা ওগুলি বিক্রি করে কতই বা পায়। কী করে ওদের সংসার চলে কে জানে।

বাড়ির দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দেখি-দুপুরের দিকে একের পর এক ফেরিওয়ালা যায়। কেউ ইমিটেশন গয়না ফেরি করে। কেউ বা কাঁচের চুড়ি-খুব কম লোককে কিনতে দেখি। ওদের জন্য কষ্ট হয়। আবার সব ঋতুতে বিশেষতঃ শীতকালে, দেখি প্রতিদিন বিহারি মুসলমান ধুনুরি ওয়ালারা টং টং শব্দ করতে করতে সাইকেলে করে তুলোর বস্তা ও টিনের নিয়ে ১টা-১-৩০ টার সময় আমাদের গলি দিয়ে যায়। ওরা আমাকে চেনে। একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, ব্যবসা কেমন চলছে? বলেছিল, বাবা, বাজার খুব খারাপ। এখন দোকানে দোকানে রেডিমেড লেপ, তোষক, বালিশ লোকে বেশি কেনে। আমাদের দোকান ভাড়াও যোগাড় করা কঠিন হয়। শুনে বড় কষ্ট হল। কখনও কখনও দেখি সামান্য কয়েকটা পলিথিন নিয়ে শীর্ণ চেহারার এক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে যায়। ঐ কটা সামগ্রী বিক্রি করে কতই বা লাভ থাকে, কি করে বা সংসার চালায়। আমি শুধু দেখি, আর কষ্ট পাই।

এদের জন্য প্রাণ কাঁদে, কিন্তু কিছুই করতে পারি না। মাঝে মাঝে আলাপচারিতার মাঝে স্ত্রীকে বলি ঐ সব হতভাগ্যের কথা। তখন নিজেদের অভাব অভিযোগ ম্লান হয়ে যায়। মনে পড়ে যায়, ছেলেবেলায় বাবার মুখ থেকে শোনা একটা গল্পের কথা। এক দরিদ্র ব্যক্তির পায়ের জুতো কেনার ক্ষমতা ছিল না। তার খুব দুঃখ হত মনে মনে। একদিন সে দেখল, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা এক লোককে, তাঁর একখানা পা নেই। তখন সে মনে মনে ভাবল, আমি ভাগ্যবান, আমার দুখানা পা-ই আছে—না থাকল জুতো, কিন্তু ঐ লোকটার তো একটা পা-ই নেই। তাঁর কষ্ট আমার থেকে বেশি।

একদিন বাজারে প্রবেশ করবার সময় আমার নজরে এল, একপাশে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে একটি ছেলে। সামনে একটা চটের উপর কয়েকটা কাঁচকলা, কয়েকটা থোড়, কিছু কাঁচালঙ্কা—আমাকে দেখে আরও সংকুচিত হয়ে পড়ল। ছেলেটি আমার খুব পরিচিত, ভদ্রঘরের সন্তান, পিতৃ মাতৃহীন দাদার সংসারে গলগ্রহ হয়ে আছে। হয়ত বাড়ি থেকেই বলেছে, রোজগার করে খাও। ওর জন্যও কষ্ট হয়। আর একটি পরিচিত ছেলেকেও দেখি। এক সময়ে খুব প্রাণোজ্জ্বল ছিল। স্নাতক পর্যন্ত পড়াশুনাও করেছে। মাঝে মাঝে স্থানীয় পুরসভার কিছু অস্থায়ী কাজও করেছে। তার পর কয়েকবছর ধরে বেকার, চক্ষু কোটর গত, গায়ের ফর্সা রং মলিন হয়েছে, মাঝে মাঝে রাস্তা দিয়ে যায় বিড় বিড় করতে করতে, আমার ছেলের সাথেই পড়ত। ওকে দেখেও আমার প্রাণ কাঁদে। এ রকম বহু প্রতিভা সুযোগের অভাবে অকালে ঝরে যাচ্ছে।

বার্ধক্য ও প্রতিবন্ধকতাজনিত কারণে আমার যাতায়াতের গণ্ডি সীমাবদ্ধ বাড়ি থেকে বাজার পর্যন্ত। তাই আর একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বর্ণনা শেষ করব। একটা ছেলেকে নিয়মিত ধরে দেখে আসছি। তার নিকটজন কেউ আছে বলে মনে হয় না। শীর্ণ, ঝুঁকে পড়া শরীর। ১০/১২ বছর ধরে দেখে আসছি বাজারের সবজি বিক্রেতাদের পণ্য গুছিয়ে দেওয়া, পরিষ্কার করে দেওয়া, চা এনে দেওয়া এ সব কাজ করে। হয়ত তারা ২/১ টাকা করে দেয়। কোথায় থাকে, কী খায় জানি না। সারাজীবন এভাবেই কাটাবে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, এদের কষ্ট তুমি দূর কর। মনে মনে বলি

অন্ন চাই, প্রাণ চাই,
আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য,
আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু।।

আগামী সরকারের কাছে কৃষকের দুরাবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে উঠতে পারে

কিশোরকুমার বিশ্বাস

এপ্রিল মাসেই লোকসভা ভোট শুরু হচ্ছে। প্রত্যেকবারের মতই বিভিন্ন ক্ষেত্র ভোটের প্রচারে সামনের সারিতে আসে। সেখানে কৃষকের অবস্থা, বেকারত্ব, শিল্প ক্ষেত্র, প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক, আভ্যন্তরীণ শান্তি সব কিছুই আলোচনার বিষয় হয়। অনেকসময় মুদ্রাস্ফীতি সহ আর্থিক অবস্থাও গুরুত্বপূর্ণ হয়। ভোটের আলোচনায় এইবারের লোকসভা ভোটে কৃষি সঙ্কট কিছু বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

নরেন্দ্রমোদি তথা NDA ২০১৪ সালে ক্ষমতায় এসে অনেক পরিকল্পনা নিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কিছু সাফল্যও এসেছে। কিন্তু বড় বড় পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অসাফল্যও প্রকট। এর মধ্যে সর্বাগ্রে গ্রামীণ অর্থনীতির করুণ হাল এবং কৃষকের অবস্থা। গত কয়েকমাস আগে এক সঙ্গে ৫টি রাজ্যে ভোটের ফলাফলে BJP -র খারাপ ফলের কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা কৃষকের অসন্তোষকে মুখ্য কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন। এখন ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতির সংকট কেমন?

মোদিজীর প্রধান মন্ত্রিত্বের সময় থেকেই অর্থাৎ ২০১৪ সাল থেকে ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে খরা চলে। এইভাবে ২ বছর চলার পর ২০১৬ থেকে বৃষ্টিপাত স্বাভাবিক হলে সমস্যা পাল্টে যায়। অতি ফলন হয় বেশ কিছু ফসলের। ফলে কৃষিপণ্যের দাম একেবারে কমে যায়। কৃষকদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয় দেশের বড় অংশে। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) বহু ক্ষেত্রেই কোন সুরাহা দেয়নি। বরঞ্চ বহু ফসলের দাম MSP -র অনেক নীচেই বিক্রি হতে থাকে বিভিন্ন বাজারে। সরকার MSP তে ফসল কেনার প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেনি বা খুব কম কৃষকই সেই দামে পণ্য বিক্রি করে কিছুটা লাভের মুখ দেখেছে।

আরও এক সমস্যা হল গ্রামাঞ্চলে মজুরি না বাড়া। অনেকক্ষেত্রে প্রকৃত মজুরি কমেই গেছে। এতে কেবল গ্রামাঞ্চলের মজুররাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অনেক শিল্পও। কারণ বহু শিল্প তাদের গ্রামীণ বাজার হারিয়েছে কৃষকের আয় অপর্যাপ্ত না বাড়ায়। মোদিজীর আর এক প্রতিশ্রুতি হল, ২০১৫-১৬ ভিত্তি বর্ষ ধরে ২০২১ সালের মধ্যে কৃষকের আয় দ্বিগুণ করা। এই রকম এক পরিকল্পনা যে প্রায় অসম্ভব, তা অনেক অর্থনীতিবিদ্‌ আগেই বলেছিলেন। উপরন্তু, দেখা যাচ্ছে ২০১৮-র শেষ পর্যন্ত কৃষকের আয় সামান্যই বেড়েছে। এর ফলে ভারতে কৃষকের বিক্ষোভ বেড়েছে। এখন যদি গ্রামের অর্থনীতি ধসে পড়ে তবে ভোটে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে, এতে কোন সন্দেহ থাকে না। এটা আরো ভয়ের কারণ যেহেতু ভারতে এখনও গ্রামের লোকসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি কৃষির উপর নির্ভরশীল।

কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য অন্তর্বর্তী-কালীন বাজেটের ঘোষণার মাধ্যমে

কৃষি পরিবারের প্রত্যেকে (গরীব পরিবার হতে হবে) বাৎসরিক ছয় হাজার টাকার অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এতে বিশেষ কিছু ফল না ও হতে পারে কারণ প্রয়োজনের তুলনায় এই টাকা একেবারেই কম। বিরোধী দল হিসেবে কংগ্রেস অবশ্য কৃষিঋণ মকুবের কথা ঘোষণা করেছে। এটা অবশ্যই কোন স্থায়ী সমাধান নয় বরঞ্চ কৃষিঋণ মেটানোর ক্ষমতাই অনেক রাজ্যসরকারের নেই। কৃষি উন্নতির জন্য তাই পরের নির্বাচিত সরকারকে অনেক বেশি দায়িত্ববান হতে হবে।

এছাড়া বেশ কিছু পদক্ষেপ দেশের অর্থনীতিকেও ব্যাপক ক্ষতি এনেছে। তার মধ্যে হল নোটবন্দি এবং GST। নোট বন্দির প্রভাব অনেকের মতে এখন আর নেই। কিন্তু মোটেও তা নয়। এর প্রভাব সরকারি হিসেবে সামনে আসে না। জাতীয় আয় পরিমাপে স্পষ্ট ধরা ও পড়েনি। কারণ এর ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অন-অর্গানাইজড (unorganized sector) সেক্টর। এই অংশে ভারতের প্রায় ৯০% মানুষ আছেন। তাই তাদের আর্থিক ক্ষতি না বিচার করলে মোট আয়-ক্ষতি বিচার করা সম্ভব নয়।

এছাড়া পণ্য ও পরিষেবা কর (GST) কেবল লাভ করার ক্ষেত্রেই সমস্যা সৃষ্টি করেছে তাই নয়। এর নীতি নির্ধারণেই বিরাট গলদ আছে। অনেক অর্থনীতিবিদ্‌ এই কারণে এই GST -কে পাল্টানোর কথা বলছেন। এই GST বহু মানুষকে বিপদের মধ্যে ফেলেছে।

এরপর আছে অন্য এক বিরাট ব্যর্থতা। তা হল চাকুরির সুযোগ ঠিক মত বাড়াতে না পারা। বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে এটা স্পষ্ট হচ্ছে যে চাকরির সুযোগ সৃষ্টিতে এই সরকার যতটা ব্যর্থ, সাম্প্রতিক ভারতের ইতিহাসে কোন সরকারই এত ব্যর্থ হয়নি।

অন্যদিকে-গুজরাতের মত দেশ রাজে-বরে নিয়ে দেশপ্রেমের ভিত্তির ও খুব ভাল ফল দেবে বলে করছেন-না অনেকেই। বরঞ্চ এই পার্লামেন্টারি আবহাওয়া খুব ঘনীভূত না হওয়াতে অন্য অনেক অস্বস্তিকর প্রশ্ন তুলছেন বিরোধীরা। ব্যাপক দুর্নীতির প্রশ্ন তুলছেন বিরোধীরা, এতদেশে বড় দুর্নীতির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে কৃষিবীমার ক্ষেত্রে। কৃষি বীমাকে বেসরকারি অর্থাৎ আম্বানীদের হাতে দেওয়ায় দেশে ক্ষোভ বাড়ছে।

কিন্তু অত কিছুতেও কিন্তু অনেকে ভাবছেন ভারতে কোন দলের একক ক্ষমতা না থাকাই ভাল। বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে, উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে মিলিজুলি সরকার দেশের উন্নতির পক্ষে ভাল। একক দলের শাসন অত ভাল কাজ করে না। ভারতের আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে সমীক্ষা করে ভোটে মিলিজুলি সরকার আসার প্রবণতাই দেখাচ্ছে। এটা সঠিক হলে বোধ হয় স্বস্তি আসবে। অন্ততঃ মন্দের ভাল।

দফা নিয়ে রফা নয়

পারিজাত বোস

দফা বাড়লে শান্তি, কমলে অশান্তি-এ তত্ত্বটার অধিকারকের নাম জানা নেই। তবে এটার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, সেটা পরিষ্কার। আসলে সীমিত ক্ষমতার মধ্যে বল্প হিসাব কাজটা নির্দিষ্ট সেরে ফেলতেই দফা বাড়াতেই হয়।

ছুটির দিন রবিবার। পড়ন্ত বিকেলে ভারত অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের বিরতির সময় দিল্লি থেকে ভারতের নির্বাচন আয়োগ ঘোষণা করে দেশের সাধারণ নির্বাচনের দফা পর্ব। ব্যস্, সংবাদ মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে দেশের মানুষের কাছে চলে গেল সেই নির্ঘণ্ট। কিছু কিছু বিশেষ বিষয় নিয়ে ট্রেনে, বাসে, অবার আলোচনা শুরু হয়ে গেল। এই নির্ঘণ্টের সঙ্গে যদি আসন নিয়ে কিছু ধ্যান ধারণা দেওয়া থাকত, তবে লোকমুখে চর্চাটা চড়চড় করে বেড়ে যেত। এখন আপাতত চলছে স্ব স্ব অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু বিশ্লেষণ আর টীকা-টিপ্পনী। আসন সংখ্যা নিয়ে পাটিগণিতিক হিসেব নিকেশ শুরু হয়েছে নির্বাচন কমিশনের ঘোষণার পর থেকে।

এবার আসা যাক ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোয় নির্বাচন প্রসঙ্গ নিয়ে। শুরুতেই বলা প্রয়োজন সারা বিশ্বের কাছে ভারতের নির্বাচন একটি পরিপূর্ণ বিষয় এবং ইতিহাসও বটে। এবারের নির্বাচনে দেশে মোট ভোটার সংখ্যা ৯০ কোটি। বিশ্বে এমন কোনও দেশ নেই যেখানে ৯০ কোটি ভোটার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। যদিও চিনের লোকসংখ্যা ভারতের থেকে বেশি কিন্তু সেখানে ভোটের বিষয়টি ভারতের মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণটা সকলেরই অজানা নয়। চিনে 'নির্বাচনী গণতন্ত্র' বিষয়টি বেশ হাস্যকর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটি অনুভব করা যায় প্রতি পলে পলে। অবশ্য সেখানে ভোটার সংখ্যা আমাদের তিন ভাগের থেকেও কম।

ভোটারের সংখ্যা বাদ দিলেও গণতন্ত্রের অন্য কতগুলো বিষয় রয়েছে। সেসব ক্ষেত্রে ডেনমার্ক, নিউজিল্যান্ড, সুইডেন, নরওয়ে এবং আরও কয়েকটি দেশের স্থান সবার উপরে। এই রাষ্ট্রগুলিতে জনসংখ্যা অনেক কম, রাষ্ট্র ব্যবস্থা বেশ উন্নত। খাবার ও কাজের জন্য সেখানে হাহাকারটা নেই। ভারতবর্ষ উন্নয়নশীল দেশ এখানে গণতন্ত্রের পবিত্রতা বজায় রাখা বেশ কঠিন।

এই পরিস্থিতির মধ্যেও ভারতবর্ষে কঠিন মহিমায় নির্বাচন হয়ে আসছে। এর মধ্যে থেকেই বোঝা যায়, দেশে গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য একটা সদর্থক প্রচেষ্টা সবসময় সক্রিয় রয়েছে। নির্বাচনে যদি দেখা যায়, দেশের সর্বত্র গড় ভোটদানের সংখ্যা ৭০ শতাংশ ছাড়িয়েছে তবে বুঝতে হবে ভোটব্যাঙ্কে ভোট পড়েছে ৬৫ কোটিরও বেশি অর্থাৎ প্রায় ৭০ কোটির কাছাকাছি। দেশে মোট বুথের সংখ্যা হচ্ছে ১০ লাখ। এই বিশাল কর্মকাণ্ড চলবে প্রায় দু'মাস ধরে। প্রচুর সরকারি কর্মীর অংশগ্রহণ এবং বিপুল পরিমাণে অর্থব্যয় হওয়াটাই স্বাভাবিক। এবার এপ্রিলের ১১ থেকে ভোট শুরু হয়ে সাত দফায় ভোট শেষ হবে ১৯ মে। ভোটগণনা ২৩ মে।

ভোটে এই দফার মধ্যেও বেশ কারিগরি রয়েছে। দেখা যাচ্ছে, বেশির ভাগ রাজ্যেই ভোট একদিনে। মোট ১৮ টি রাজ্যে ভোট হচ্ছে একদিনে। সেখানে দফার কোনও গল্প নেই। চারটি রাজ্যে ভোট দু'দফায়। আসাম ও ছত্তিশগড়ে ভোট তিন দফায়। অবশ্য এই দুটি রাজ্যে কিছু অশান্তি রয়েছে। ফলে এখানে দফার সংখ্যাটা বেশি। ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ এবং ওড়িশায় ভোট চার দফায়। জম্মু কাশ্মীরে পাঁচ দফায় ভোট করার পেছনে অবশ্য যুক্তি রয়েছে। কিন্তু অশান্তি ও শান্তির নিরীখে যদি দফা বাড়ে অথবা কমে, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সেটা খাটছে না। এখানে ভোট সাত দফায়। এখানে মোট ৪২টি আসনকে দু'মাস সময় দিয়ে ভাগ করার যুক্তিটাও দেখিয়েছে নির্বাচন আয়োগ। ২০১৯-এর ভোট বাদ দিলে এর আগে ২০০৪, ২০০৯, ২০১৪ সালে এখানে ভোট হয়েছে যথাক্রমে ১, ৩ ও ৫ দফায়। শুধু রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনী কৌশল করে বললে ভুল হবে। নির্বাচন কমিশন কৌশলের দিক থেকে কম যায় না। অবশ্য তাদের লক্ষ্য সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন পরিচালনা।

এবার আসল প্রশ্নটায় আসি। অনেক ভাগ করে একেকটিভাগে বা দফায় অল্প আসনে ভোট হলেই কি শান্তির গ্যারান্টি থাকবে। অতীতের অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্য কথা বলছে। বহু দফার ভোটে বহু অশান্তির ঘটনা কিন্তু অনেক রয়েছে। অল্প আসনে ভোটে বেশি সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে নির্দিষ্ট নির্বাচন পরিচালনা করার একটা যুক্তি অবশ্য নির্বাচন কমিশনের রয়েছে। বহু দফার ভোটের নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয়দিকই রয়েছে। বহুদফার ভোটে পেশী শক্তির সুবিধা বেশি। এক জায়গায় অশান্তি সম্পন্ন করে অন্যত্র যাওয়ার জন্য সময় পেয়ে যান। ফলে বহু দফায় গণ্ডগোল বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। বাহুবলীদেরও রমরমা। অনেক গণ্ডগোলের অর্ডার নিতে পারেন। এসব নির্বাচনভিত্তিক গণ্ডগোল পুরোপুরি বন্ধ করাটা সম্ভব নয়। একমাত্র রাজ্যবাসীর উন্নত চেতনাই পারে গণ্ডগোলের উৎসমুখে আঘাত হেনে অঙ্কুরেই তা বিনাশ করে দেওয়া। দলগত সাংহতি, ঐক্য, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা, শৃঙ্খলাবোধ, অধিক সাংগঠনিক শক্তি যেসব রাজনৈতিক দলের রয়েছে, তারাই বহু দফার ভোটের টেম্পোটিকে এক সুর, তাল ও লয়ে ধরে রাখতে পারবে তা না হলেই দফারফা।

কবিতা

বর্ষাধারা

নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য

বর্ষা রানীর বাদল সাজ
নীল পাড়েতে মেঘের কাজ,
কালো ধূসর সাদায় মেশা
আকাশ জুড়ে বৃষ্টি নেশা।

বাদল ধারার স্বরলিপি
গান বানালো টুপিটুপি
দোল তুলে যায় মনের মাঝে
বিষণ্ণ সুর সকাল সাঁঝে।

ভিজল মাটি জলধারায়
সোঁদা ঘ্রাণে মন যে হারায়,
ধরায় আজ শ্যামল বেশ
মন বৃষ্টির হয় না শেষ।।

ঝগড়া

অনির্বাণ কর

একটু-আধটু ঝগড়া করতে ভালই লাগে।
ঝগড়াঝাটি ভালবাসারই একটা অঙ্গ
ঝগড়া করব বললেই কি মনের মতো ঝগড়া করার সঙ্গী জোটে।
জন্ম থেকে অনেক দিনের অপেক্ষাতে তোমায় পাওয়া।
হল-ই বা কম মিষ্টি কথা নরম সুরে
ঝগড়া করেই একটা জীবন থাকব দু'জন।

বিশ্ব নারী দিবস

কেশবকান্তি বিশ্বাস

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কোথায় নেইকো আমরা—নারী
মাঠে ময়দানে কিংবা সন্তরণে ঊর্ধ্বে মহাকাশচারী।
দেশ রাজ্য প্রশাসন, যেথায় রয়েছে চালকের আসন
যেমন করছে পুরুষেরা তেমনই করছে নারীরা শাসন।
আমরা সবেতেই আছি, আমরা সব কিছুতেই পারি
মায়ের জাত নারী কত কাজ করতে হয় ভারী।
শুধু, সকাল থেকে সন্ধ্যে করছ পরিশ্রম ঘরে বাইরে
দশ মাস দশ দিন, গর্ভে যেমন সন্তান করতে হয় ধারণ
তুমি হলে মাতৃদুগ্ধ সহ তেমনই যত্ন করে যে লালন;
নারী পুরুষের সম অধিকারের ছিল দাবি, হয়েছে পূরণ
তাই তো ৮ ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারীদিবস হয় পালন।
হয়নিকো সেভাবে নারী জাতির উত্তোলন।
প্রতিনিয়ত চলছে বিক্ষোভ চলছে আন্দোলন
প্রতি দণ্ডায় নিগৃহীত হয় একজন
পুরুষ শাসিত এই ভারতভুবন
প্রশ্ন যদি করি তোমায় ওহে বিশ্বভুবন
পারবে কি বলতে, তোমার তরে কতজন?
সৃষ্টিকর্তা জন্মলগ্নে হয়ত ভাবেনি তখন
পুরুষেরা রমণীদের করবে শাসন এমন।
তাই বলে কেনোনা পিছিয়ে আছে নারীরা
সমাজে সমানে টক্কর দিচ্ছে অধিকের যারা।
একদিন থাকবে না নারীপুরুষের ভেদাভেদ, ঘুচবে যত বৈষম্য
সকলের সম-অধিকার, বলি। হোক আগামীদিনে সকলের এটাই কাম্য।

ভেদাভেদের মাঝে.... বেঁচে থাকার চেষ্টা

রজত বোস

বন্ধু...
হোক না সে গভীর অন্ধকার
ক্ষতি কি তাতে
আমরা যে আলোর পূজারী।
একবারও কি ভেবে দেখেছি
অন্ধকারকে উপলব্ধি
করতে না পারলে
আলোর মহিমা বুঝবো কিভাবে
কখনো কি ভেবে দেখেছি
রাজপথের একপাশে
কুণ্ঠিত আস্তানায়
মনুষ্যরূপ কয়েকটি জীব
মাথা গোঁজার ঠাঁই করে
নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখছে।
তথাকথিত শিক্ষিত উন্নত
সমাজের থেকে নিজেদের লুকিয়ে,
হাঁ, তারাও সারাদিনের কর্মব্যস্ততার
অবসরে
গগনচুম্বি অট্টালিকার গাড়ীর দিকে
অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে
আর ভাবে না জানি মানুষগুলো
দেখতে কেমন
তখন তারাও সীমাহীন আনন্দ
উপলব্ধি করে, কারণ অত সুন্দর
ঝকঝকে আলোর ঝলকানি
কখনও দেখেনি।
তারা যে শুধু অন্ধকারটিকেই বাঁচার তাগিদে
আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকছে
তাই বলি বন্ধু, এর শেষ একদিন আসবেই
আর সেদিনই মানুষ দেখবে
নতুন সূর্যের আলোর ছটায় উদ্ভাসিত
বাগানে এক নতুন সকাল
সেখানে ধানক্ষেতে শস্য
যেন হাসছে মাথা দুলিয়ে
কৃষকের খুশিতে বধূ গান গেয়ে ধান ভানছে।
ছেলেরা দলবেঁধে মাছ ধরার
জাল বুনতে ব্যস্ত
নতুনভাবে জীবনের স্বাদ পাবার আশায়
পেয়েছে খুঁজে আসল জীবনের রং
সেটা কিন্তু ভাষায় সহজে প্রকাশ করা যায় না।

স্টেডিয়াম

মহারাজের প্রত্যাবর্তন

আই পি এল-এর সঙ্গে যুক্ত হলেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলি।

নিজস্ব প্রতিনিধি- প্রায় ৬ বছর পর আই পি এল-এর কোনও দলের সঙ্গে যুক্ত হলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক এবং সি এ বি-র প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলি। দিল্লি ক্যাপিটালসের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করবেন। এবার ঋষভ পন্থ, শিখর ধাওয়ান পৃথ্বী-দের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করবেন প্রাক্তন ভারত "অধিনায়ক"। প্রায় এক মাস আগেই এই প্রস্তাব পান তিনি। কিন্তু তখন সম্মতি দেন নি। কারণ ভারতীয় বোর্ডের টেকনিক্যাল কমিটি, আই পি এল গভর্নিং কাউন্সিল এবং আই পি এল টেকনিক্যাল কাউন্সিল এবং আই পি এল টেকনিক্যাল কমিটির সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য এই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। এখন তিনি এইসব পদে ছেড়ে দিয়েছেন। এখন দিল্লির কোচ রিকি পন্টিং।

শততম এটিপি

দুবাই-জীবনের শততম এ টি পি খেতাব জিতলেন রজার ফেডেরার। দুবাই ডিউটি ফ্রি টেনিস চাম্পিয়নশিপের ফাইনালে স্তেফানোস চিচিপাসকে হারিয়েছেন সুইস তারকা। ১৮ বছর আগে ফেডেরার চালে ক্লাবের বাইরে প্রথম সিঙ্গলস খেতাব জেতেন। সেখান থেকে শুরু করে দুবাইয়ে একশ নম্বর ট্রফি।

মোদীর আবেদন

নয়াদিল্লি-বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদদের কাছে আসন্ন নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য টুইটারে আবেদন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাল্টা টুইট করে অশ্বিন জানিয়েছেন এখন আই পি এল চলছে। আই পি এল-এর জন্য খেলোয়াড়দের বিভিন্ন জায়গায় খেলতে হচ্ছে। ফলে খেলোয়াড়রা যখন যেখানে থাকবে, সেখান থেকেই যেন ভোট দিতে পারে সেই ব্যবস্থা করুন।

যুব বিশ্বকাপ ভারতে

নয়াদিল্লি-২০২০ সালে অনূর্ধ্ব ১৭ মেয়েদের বিশ্বকাপ ভারতে হচ্ছে। ২০১৭ সালে অনূর্ধ্ব ১৭ ছেলেদের বিশ্বকাপ আয়োজন করার অভিজ্ঞতা থেকেই এই পুরস্কার। মায়ামিতে অনুষ্ঠিত ফিফা কাউন্সিলে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই খবর ভারতে পৌঁছানোর পর সর্ব ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের টুইট। 'এটা অত্যন্ত খুশীর খবর। ভারতে আবার একটা বিশ্বকাপ হচ্ছে। বড় রকমের খেলার আয়োজন করার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হচ্ছে। আগামীদিনে তা আন্তর্জাতিক মানের খেলা পরিচালনায় কাজে লাগবে।'

অভিনন্দনকে উৎসর্গ

বুলগেরিয়া (রুসে)-বুলগেরিয়ার দান কোলভ স্ট্রেন্ডজা কুস্তি প্রতিযোগিতায় সোনা জিতলেন বজরং পুনিয়া। তিনি হারিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্ডন অলিভারকে। সোনা জেতার পরেই বজরং ঘোষণা করেছেন, তিনি এই পদকটি উৎসর্গ করছেন উইং কমান্ডার অভিনন্দন বর্তমানকে। তাঁর সাহস, দৃঢ়তা বজরংকে অনুপ্রাণিত করেছে। সোনা জয়ীর ইচ্ছে দেশে ফিরে অভিনন্দনের সঙ্গে হাত মেলানোর। কমনওয়েলথ গেমস এবং এশিয়ান গেমসে পদক জিতেছিলেন বজরং।

বিদায় এশীয় কুস্তি

নয়াদিল্লি-এবার জুনিয়র এশীয় কুস্তি প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা ছিল ভারতে। আন্তর্জাতিক কুস্তি সংস্থা ভারতের হাত থেকে সেই দায়িত্ব কেড়ে নিল। ঘটনার শুরু পুলওয়ামা কাণ্ড থেকে। ভিসা না পাওয়ায় দিল্লিতে আসতে পারেন নি পাক প্রতিযোগিরা। এই ঘটনার পরে আন্তর্জাতিক কুস্তি সংস্থা ভারত থেকে প্রতিযোগিতা তুলে থাইল্যান্ডে নিয়ে যায়। ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রতিযোগিতা ভারতে হবে কি না, সেটাও নিশ্চিত নয়।

বেঙ্গালুরু জিতল

আই এস এল কাপ হাতে বেঙ্গালুরুর খেলোয়াড়রা।

পানজিম-গতবছর লিগের শীর্ষে থেকেও আই এস এল জিততে পারেনি বেঙ্গালুরু। এবার সেই স্বপ্ন পূর্ণ হল। ফাইনালে গোয়ার সঙ্গে টানটান উত্তেজনার ম্যাচের ১১৭ মিনিটে রাহুল ভেকের গোলে ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রেখে প্রথমবার আই এস এল জিতল বেঙ্গালুরু এফ সি। নির্ধারিত ৯০ মিনিটে কোনও গোল হয়নি। অতিরিক্ত সময় শেষ হওয়ার তিন মিনিট আগে নিমাস দেলগাডোর কর্নার থেকে হেড দিয়ে বল প্রতিপক্ষ গোলের জালে ঢুকিয়ে দেন রাহুল। এদিন দু'দলই প্রচুর সুযোগ নষ্ট করে। গত চারবছর ধরে আই এস এল-এর ফাইনালে উঠেও চ্যাম্পিয়ন হতে পারে নি গোয়া। প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে বেশি গোলদাতা হলেন গোয়ার কোরোমিনাস। বেঙ্গালুরুর সুনীল ছেত্রী এবারের ফাইনালে সেভাবে দাগ কাটতে পারেন নি।

দাবায় সূর্য উদয়

কাজাখস্তান-বিশ্ব দলগত দাবায় প্রায় ১০ বছর পর সোনা জিতলেন ভারতের সূর্যশেখর গঙ্গোপাধ্যায়। কাজাখস্তানের এই প্রতিযোগিতায় সামান্য ভুলের জন্য ভারত দলগতভাবে পদক জিততে পারেনি। ভারতীয় দলে ছিলেন বি অধিবান, কৃষ্ণন শশীকিরণ, এস পি সেতুরামন, সূর্য এবং অরবিন্দ চিদম্বরম। সামনে বুন্দেশলিগা দাবা। এই আন্তর্জাতিক দাবার আসরে ভারতের দাবাড়ুরা এবার চমক দেবার অপেক্ষায় রয়েছে। অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় বুন্দেশলিগা দাবাতে খেলতে আসবেন। তাদের সঙ্গে সেয়ানে সেয়ানে লড়তে হবে সূর্যকেও।

রিয়াল বস জিদান

জিনেদিন জিদান

স্পেন-সান্তিয়াগো সোলারির জায়গায় রিয়াল মাদ্রিদের সর্বময় কর্তৃত্বে ফিরলেন জিনেদিন জিদান। জিদানকে ফেরানোর ঘোষণা করে রিয়াল প্রেসিডেন্ট ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ জানান, 'বিশ্বসেরা ম্যানেজার ক্লাবে ফিরলেন।' টানা তিনবার রিয়ালকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতিয়ে পদত্যাগ করেন জিদান। এরপরেই রিয়ালের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। এখন জিদানের বড় কাজ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর বিকল্প খুঁজে বার করা।

প্রয়াত নাচ্চু

কলকাতা-বাংলার সাড়া জাগানো টেবল টেনিস খেলোয়াড় রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (৬৭) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। নাচ্চু নামেই তিনি বাংলার টেবল টেনিস মহলে বিশেষ পরিচিত। বাংলার টিটি মহল তাকে 'যোদ্ধা' হিসাবে জানত। তিনি প্রাক্তন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন জয়া মুখোপাধ্যায়ের ভাই। তাঁর মৃত্যুতে টিটি মহলে শোকের ছায়া।

প্রয়াত কুটিন হো

ব্রাজিল-১৯৬২ বিশ্বকাপ জয়ী ব্রাজিল দলের ফুটবলার কুটিনহোর জীবনাবসান হয়েছে ১১ মার্চ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তাঁর মৃত্যুতে ব্যথিত পেলে বলেছেন, 'আমার মোট গোলের ৫০ শতাংশের পেছনে ছিল ওর অবদান'।

তমলুকের নবীন শক্তি ক্লাবের উদ্যোগে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবিরে উদ্যোক্তাদের হাতে স্মারক তুলে দিচ্ছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। নিজস্ব চিত্র

শ্যামবাজার সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির উদ্যোগে রক্তদান উৎসবে বক্তব্য রাখছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। নিজস্ব চিত্র

শিবালয় ক্লাব এবং অল মাই ফ্রেন্ডস-এর বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। নিজস্ব চিত্র

আনন্দনিকেতন বিদ্যামন্দিরে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবিরে সম্পাদক সঞ্জীব আচার্যের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শুনছেন ছাত্রছাত্রীরা। নিজস্ব চিত্র

নাচের উৎসবে দুটি দৃশ্যের ছায়াছবি। নিজস্ব চিত্র

বসিরহাট কোনারা যুবকবৃন্দের উদ্যোগে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবিরে সংগঠনের পক্ষ থেকে উদ্যোক্তাদের হাতে স্মারক তুলে দেওয়া হচ্ছে। নিজস্ব চিত্র

বরানগর বই উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্যকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হচ্ছে। নিজস্ব চিত্র

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অনুষ্ঠানে 'নারীশক্তি' বিকাশে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের স্মারক। নিজস্ব চিত্র

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কি?

থ্যালাসেমিয়া কি ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,
আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ [illegible]

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা- ৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ (০৩৩) ২৫৩০,৬৫৭২,৯৮৩০৫ ৬০২৯৬, ৯৪৩৩০ ৯৮০২২

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya, Editorial and Corporate Office : 033 2543 6465/ 98305 60296/ 98315 77444,